ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

ইমারজেন্স অব ইসলাম

সম্পাদনা

মুহাম্মদ যুবায়ের

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইমারজেন্স অব ইসলাম
বি আই এল আর এল এ সি-৯
ISBN : 978-984-90208-2-0
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২
গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

দাম ঃ ৩৫০ টাকা US $ ১৫

The Emergence of Islam, Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 350 US $ 15

অনুবাদ

মুহাম্মদ রাশেদ

মীযানুল করীম

নূরুল ইসলাম সরকার

রবাব রসাঁ

প্রকাশকের কথা

উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা জ্ঞানতাপস প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ-এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তৃতার সংকলন গ্রন্থ 'দি ইমার্জেন্স অব ইসলাম' (The Emergence of Islam)। গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় সব ক'টি উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ তাঁর এই বক্তৃতামালায় এমন বারোটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যা ইতোপূর্বে আধুনিক আঙ্গিকে সম্ভবত কেউ করেননি। এ সব বক্তৃতায় ইসলামী আইনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও প্রশাসন, শিক্ষানীতি, আইন প্রণয়ননীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিচারব্যবস্থা ও ইজতিহাদ প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে।

অত্যন্ত জাত্যাভিমানী ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ ১৮৮০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভারতের উসমানিয়া রাজ্যের অধীন মুসলিম অধ্যুষিত দক্ষিণ হায়দরাবাদে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে এম এ ও এল এল বি ডিগ্রী লাভ করেন এবং সেখানেই অধ্যাপনা শুরু করেন। কিছুদিন পর তিনি উচ্চতর গবেষণার জন্য ফ্রান্সে গমন করেন এবং আন্তর্জাতিক আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিষয়ক গবেষণার জন্য ডি-ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। ইতোমধ্যে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং হায়দরাবাদ কংগ্রেস শাসনের অধীন হয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু শাসিত ভারতে তিনি আর ফিরে আসেননি। অতঃপর তিনি ফরাসী সরকারের আনুকূল্যে সে দেশে আজীবন স্বেচ্ছায় নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছেন।

ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং ফরাসী ভাষায় কুরআন কারীমের অনুবাদসহ গুরুত্বপূর্ণ বহু ইসলামী গ্রন্থ রচনা করেছেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই মনীষীর জ্ঞানের গভীরতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে এ গ্রন্থ। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সারা বিশ্বের গবেষক, চিন্তাবিদ, শিক্ষক, দার্শনিক, আইনবিদ ও সমাজবিদদের কাছে এই গ্রন্থ ইসলামী চিন্তার আকরগ্রন্থ হিসেবে আদৃত। গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা এটি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আশা করি আমাদের এই প্রয়াস বিদগ্ধ পাঠকবর্গের কাছে সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

সম্পাদকের কথা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ ভারতের তৎকালীন উসমানিয়া রাজ্যের অধীন হায়দরাবাদে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে এমএ এবং এলএলবি উত্তীর্ণ হন এবং সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ফ্রান্সে উচ্চতর পড়াশোনা করেন এবং আর্ন্তজাতিক আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিষয়ক গবেষণাকর্মের জন্য ডিফিল ডিগ্রী লাভ করেন।

The Emergence of Islam বা ইসলামঃ ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ-এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তৃতামালার গ্রন্থরূপ। তিনি ১৯৮০ সালের মার্চে পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের অভ্যুদয়, অন্যান্য ধর্ম ও ইসলাম, ইসলামের বিকাশ, নতুন সামাজিক কাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মোট বারোটি বক্তৃতা করেন। উপরিউক্ত বক্তৃতায় এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর ইসলাম প্রচারের নীতি ও পদ্ধতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা নীতি ও ব্যবস্থা, রাজস্ব ও অর্থবছর, নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক রূপরেখা তথা সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামী নীতি ও আদর্শকে আধুনিক আঙ্গিকে আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এর পাশাপাশি কুরআনের ইতিহাস, হাদীসের ইতিহাস, আইনের মূলনীতি বিজ্ঞান বা উসূলে ফিকহশাস্ত্র এবং ইজতিহাদ কী, এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আইনের মূলনীতি বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে আকর্ষণীয় আলোচনা করেছেন। এভাবে তিনি মূলত ইসলামের শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি এবং ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ লাভের ইতিহাসের একটি রূপরেখা আধুনিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। ড. হামীদুল্লাহ ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী সমাজ এবং রাষ্ট্র কিভাবে জন্ম নিয়েছে, বিকাশ লাভ করেছে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তার নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে তা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ প্রদত্ত এ বক্তৃতাগুলোকে উর্দু ভাষায় অনুলিখন করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়। মূল উর্দু বইটি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। লেখক বইটিতে ইসলামের সারকথাটিকে সহজ ও স্বার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। পাকিস্তানের ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১৯৮৫ সনে প্রথম এটি 'খুতবাতে বাহাওয়ালপুর' নামে কিছুটা পরিমার্জিত রূপে প্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ে এটি

একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। প্রকাশিত হওয়ার পর বইটি শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলে। এর উপযোগিতা এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে বইটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়। বৃহত্তর পাঠকমহলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষে ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বইটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে 'দি ইমারজেন্স অব ইসলাম' নামে প্রকাশ করে। পাকিস্তানের ড. আফজাল ইকবাল বইটি সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার ইসলামের বিভিন্ন দিক বিশেষত আইনগত দিক নিয়ে বাংলা ভাষায় গবেষণা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি এ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের গবেষণাকর্ম প্রকাশ করে থাকে। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ইসলামী আইন বিষয়ক গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ-এর উপরিউক্ত বক্তৃতামালা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ জন্য ইংরেজি দি ইমার্জেন্স অব ইসলাম গ্রন্থটি বেছে নেয়া হয়। জনাব মুহাম্মদ রাশেদ, মীযানুল করীম, নুরুল ইসলাম সরকার ও রবাব রসাঁ বক্তৃতাগুলো বাংলায় অনুবাদ করেন।

বইটির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করা হয়েছে। সম্পাদনার সময় ভাষাগত সামঞ্জস্য বিধান এবং তথ্যগত দিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ধারাবাহিকতায় বক্তৃতাগুলোকে সাজানো হয়েছে।

উপস্থিত বক্তৃতা এবং অনুলিখন হবার কারণে মূল ইংরেজি বইটিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত তথ্যগত অসঙ্গতি রয়ে গেছে; প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে অসঙ্গতিগুলো দূর করা হয়েছে। কিছু কিছু মাসআলা বিষয়ে ড. হামীদুল্লাহ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। সেগুলোও টীকা সংযোজন করে পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা পাঠক মহলে আদৃত হবে।

মুহাম্মদ যুবায়ের
ঢাকা।

সূচিপত্র

ধর্ম ১৩
ইসলামের প্রচার ৪৯
কুরআনের ইতিহাস ৭৪
হাদীসের ইতিহাস.....১০৪
আইনের মূলনীতি বিজ্ঞানের ইতিহাস.....১৪৩
আইনের মূলনীতি বিজ্ঞান ও ইজতিহাদ ১৬৯
শিক্ষা ব্যবস্থা.....১৯৯
আইন প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থা ২২১
আন্তর্জাতিক আইন.....২৪৩
রাষ্ট্র ও প্রশাসন ২৬৪
প্রতিরক্ষা ২৮৮
রাজস্ব ও অর্থ বছর.....৩২১